ফতোয়াকে কেন্দ্র করে ইসলাম নির্মূলের অভিযান

দেশবাসী সতর্ক হোন

দারুল ইফতা বাংলাদেশ

ফতোয়াকে কেন্দ্র করে ইসলাম নির্মূলের অভিযান

দেশবাসী সতর্ক হোন

দারুল ইফতা বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ফতোয়াকে কেন্দ্র করে ইসলাম নির্মূলের অভিযান

প্রকাশক

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
চেয়ারম্যান
দারুল ইফতা বাংলাদেশ
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ঃ ২০০১ইং

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২, ওয়ারলেস রেলগেট, বড়মগবাজার
ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম

৭.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

আমাদের কথা

ইদানিং ইসলাম, ফতোয়া, মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী সরকার, ষড়যন্ত্র করছে বিদেশী সাহায্য পুষ্ট একশ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী এনজিও। সম্প্রতি হাইকোর্টের দু'জন বিচারপতিও ফতোয়াসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের বিরুদ্ধে রায় জারি করেছেন।

সরকার ও এনজিওদের ইসলাম বিদ্বেষ এবং ফতোয়া ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে আলেম-ওলামাসহ গোটা ইসলামী জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখালেখি ও সাক্ষাতকারের মাধ্যমে ইসলামী জনগণ প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে।

ইসলাম বিদ্বেষী সরকার ও এনজিওরা ফতোয়াসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যে অপপ্রচার ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, আমরা মনে করি সে বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণের বক্তব্য সম্বলিত সঠিক ধারণা ও ব্যাখ্যা জনগণের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

সে হিসেবে আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বায়তুল মোকাররমের খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর বিশিষ্ট আলেমে দীন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান, মুফাস্‌সিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি এবং আমার সাক্ষাতকারের সমন্বয়ে একটি পুস্তিকা জনগণের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি সেই পুস্তিকা।

পুস্তিকার শুরুতে আমরা এ বিষয়ের উপর দারুল ইফতা বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিমের অবস্থার সঠিক চিত্র সম্বলিত একটি লেখা জুড়ে দিয়েছি। পুস্তকটির সংকলন ও সম্পাদনায় মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আশা করি এ পুস্তিকাটি ইসলাম ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দেবে এবং জনগণকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করবে।

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
চেয়ারম্যান
দারুল ইফতা বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
● ইসলাম, ফতোয়া, মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ান	-	৫
● কেয়ামত পর্যন্ত ফতোয়ার ধারাবাহিকতা চলবে হযরত মাওলানা উবায়দুল হক	-	১৬
● ইসলামী সমাজ ও ফতোয়ার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য	-	১৯
● সরকার ইসলামী আইন নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখেনা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	-	২৫
● ফতোয়া ছাড়া শরীয়তের উপর আমল করা সম্ভব নয় হযরত মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ	-	৩০
● ফতোয়া কার্যকর করার দায়িত্ব আলেমদের নয় হযরত মাওলানা মহিউদ্দীন খান	-	৩৫
● ফতোয়া দেয়া আলেমদের জন্যে ফরয হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি	-	৩৮

www.pathagar.com

ইসলাম, ফতোয়া, মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ান[১]

ইসলাম নির্মূলের অভিযান

শতকরা ৯০ জন মুসলমানের এই দেশে বর্তমানে ইসলাম, ইসলামের বিধি বিধান, মাদ্‌রাসা, মসজিদ এবং ওলামা মাশায়েখের বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনারা সচেতন রয়েছেন।

বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ, মুসলমানদের প্রিয় জন্মভূমি। বাংলাদেশ ইসলামের দেশ, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির দেশ, কুরআন-হাদীসের দেশ, মসজিদ-মকতব-মাদ্‌রাসার দেশ, আলেম-ওলামার দেশ, পীর-মাশায়েখের দেশ, হাফেয-কারী ও মুফতির দেশ, ইমাম-ওয়ায়েজিনের দেশ, মুফাস্‌সির-মুহাদ্দিসদের দেশ, এদেশ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের দেশ। বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত।

বাংলাদেশে ইসলামের এই মজবুত ভিত্তি ইসলামের শত্রুদের জন্যে গাত্রদাহের কারণ। দেশী-বিদেশী ইসলামের শত্রুরা এদেশে ইসলামের শিকড় কাটার জন্যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা চতুর্মুখী হামলা শুরু করেছে। ইসলামের এইসব দুশমনরা -

- ইসলামকে সেকেলে, মৌলবাদ ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছে।
- ইসলামের অনুসারীদেরকে গোঁড়া, ধর্মান্ধ, উগ্রবাদী, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছে।
- আলেম ওলামাকে 'ফতোয়াবাজ' বলে গালি দিচ্ছে।
- কুরআন-হাদীসের আইনকে 'বর্বর আইন' বলে অবমূল্যায়ণ করছে।
- মাদ্‌রাসাগুলোকে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের আখড়া বলে আখ্যায়িত করছে।

---

১. এ নিবন্ধটি লিখেছেন জনাব আবদুস শহীদ নাসিম।

www.pathagar.com

- খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপবাদ ও কুৎসা রটাচ্ছে।
- রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী ব্যক্তিদের চরিত্র হনন এবং ইসলামী পোশাক ও দাঁড়ি-টুপিকে বিদ্রুপ করছে।

এভাবে তারা ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতিকে হেয়, অবাঞ্ছিত ও নির্মূল করার নীল নকশা বাস্তবায়িত করছে।

আওয়ামী সরকার, এক শ্রেণীর এনজিও এবং তাদের এজেন্টরা এই নীল নকশা বাস্তবায়নে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

ইসলাম নির্মূলের কাজে ইদানিং তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

হাইকোর্টে ফতোয়া, মাদ্‌রাসা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রায়

বিগত ১ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে হাইকোর্টের দু'জন বিচারপতি নওগাঁ জেলার জনৈক হাজী সাহেবের দেয়া তালাক সংক্রান্ত ফতোয়াকে কেন্দ্র করে কারো মামলা দায়ের করা ছাড়াই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ফতোয়া নিষিদ্ধ করাসহ ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেছে। তাদের রায়ের কয়েকটি দিক নিম্নরূপ :

- 'আমরা যে কোনো ধরনের ফতোয়াকে অননুমোদিত ও বেআইনী ঘোষণা করছি।'
- 'অননুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা ফতোয়া দেয়াকে অবশ্যি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে অবিলম্বে সংসদে আইন করা হোক।'
- 'প্রশ্ন হলো, কেন একটি বিশেষ মহল মাদ্‌রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা ধর্মীয় দল গঠন করে ভুল দৃষ্টিভংগির কারণে ধর্মান্ধ হয়ে উঠছে?'
- 'আমরা প্রস্তাব করছি, সকল স্কুল ও মাদ্‌রাসার পাঠক্রমে মুসলিম পারিবারিক আইন ও অধ্যাদেশ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং জুমার নামাযের খুতবায় মুসল্লিদের সামনে এই অধ্যাদেশ তুলে ধরতে মসজিদের খতিবদের নির্দেশ দিতে হবে।'
- 'আর দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসেবে আমরা একই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণকারী আইনের প্রস্তাব করছি।'

www.pathagar.com

- 'রাষ্ট্রকে অবশ্যি জনগণের নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে।'

এই রায় প্রদানকারী দু'জন বিচারপতি হলেন- বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী এবং বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।

হাইকোর্টের রায়ের সারকথা

দু'জন বিচারপতির রায়ের এই বক্তব্যগুলো সবই দীন ইসলাম, ইসলামী শরীয়ত, ইসলামী শিক্ষা, আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদ্‌রাসা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। কারণ এই রায়ে তারা -

১. ইসলাম সম্পর্কে জানা এবং জ্ঞানদানের চিরন্তন পদ্ধতি ফতোয়াকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন।

২. ইসলাম বিদ্বেষী সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো আলেম ফতোয়া দিলে সেটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে সংসদে আইন তৈরি করতে বলেছেন।

৩. তারা মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে কটাক্ষ করেছেন।

৪. ধর্মীয় দল গঠন করাকে কটাক্ষ করেছেন।

৫. তারা মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলেমদেরকে এবং ধর্মীয় দলের লোকদেরকে ভুল দৃষ্টিভংগির লোক ও ধর্মান্ধ বলে কটাক্ষ করেছেন এবং অপবাদ দিয়েছেন।

৬. এই বিচারপতিদ্বয় ১৯৬১ সালে প্রণীত আইয়ুব খানের ইসলাম বিরোধী কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন ও অধ্যাদেশকে স্কুল-মাদ্‌রাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার এবং জুমার খুতবায় মুসল্লিদের সামনে তুলে ধরার নির্দেশ দিতে বলেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালে আইয়ুব যখন ইসলামী বিরোধী 'মুসলিম পারিবারিক আইন' পাশ করে, তখন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র), হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র), হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী (র), হযরত মওলানা আবদুর রহীম (র), হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (র), হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী (র), অধ্যাপক গোলাম আযম, হযরত মাওলানা হাফেয জী হুজুর (র), হযরত মুফতি দ্বীন মুহাম্মদ (র)-সহ দেশের সমস্ত ওলামায়ে হক্কানী এই আইন ও অধ্যাদেশকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

www.pathagar.com

৭. এই বিচারপতিগণ তাদের রায়ে দেশে একই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে বলেছেন। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তারা মাদ্‌রাসা শিক্ষা তুলে দিতে বলেছেন।

৮. তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে সরকারকে আইন তৈরি করতে বলেছেন।

অর্থাৎ-কেউ স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মের সকল বিধি বিধান পালন করতে পারেবেনা, কেবল সরকার যতোটুকু চাইবে ততোটুকই পালন করতে পারবে - এরকম আইন তৈরি করতে বলেছেন।

৯. তারা রাষ্ট্রকে নতুন করে নৈতিকতার সংজ্ঞা বা পরিচয় নির্ধারণ করতে এবং কার্যকর করতে বলেছেন?

অর্থাৎ - ইসলাম নৈতিক চরিত্রের যে পরিচয়, দৃষ্টিভংগি ও মাপকাঠি দিয়েছে এই বিচারপতিরা প্রকারান্তরে সেটাকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং নৈতিকতার নামে পাশ্চাত্যের অশ্লীল পাশবিক অনৈতিকতা আমদানি করতে বলেছেন।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়

এই রায় ঘোষিত হবার পর পরই এ রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী ও ইসলাম প্রিয় দল, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং সর্বশ্রেণীর ইসলামী জনতা সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে এ রায়কে ইসলাম নির্মূলের পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে এ রায় প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

অপরদিকে ইসলামী জনতার পক্ষ থেকে এই ইসলাম বিরোধী রায় বাতিলের দাবি জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টেও আপিল করা হয়।

আওয়ামী সরকারের ঘৃণ্য ভূমিকা

আওয়ামী লীগ সরকার ইসলাম নির্মূলের যে অমার্জনীয় অভিযান শুরু করেছে, হাইকোর্টের এই রায়টি সেই অভিযানের একটি অংশ বলে জাতির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

- আওয়ামী সরকার এই ইসলাম বিরোধী রায়ের প্রতিবাদকারী আলেম-ওলামা ও ইসলামী জনতার উপর নির্যাতন চালাবার পথ অবলম্বন করেছে।
- তারা মাদ্‌রাসা বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। মসজিদ-মাদ্‌রাসায় তালা লাগিয়েছে।
- তারা ইসলামের পক্ষের লোকদেরকে রেডিও, টেলিভিশন এবং তাদের পত্র-পত্রিকায় সন্ত্রাসী, উগ্র মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও ফতোয়াবাজ বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।
- তারা এই ইসলাম বিরোধী রায়দানকারী হাই কোর্টের বিচারপতি গোলাম রব্বানীকে পুরস্কার স্বরূপ তার উপরের বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে প্রমোশন দিয়েছে।

টারগেট ফতোয়া

ইসলামের শত্রুরা ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের উপরই হামলা চালাচ্ছে এবং হামলা চালিয়ে আসছে। ইদানিং তারা ইসলামের একটি চিরন্তন পদ্ধতি 'ফতোয়াকে' তাদের টারগেট বানিয়েছে। ফতোয়ার মতো পবিত্র জিনিসকে তারা কলংকিত ও ঘৃণিত করে তোলার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এজন্যে তারা -

- ফতোয়াকে 'ফতোয়াবাজি' বলে আখ্যায়িত করছে।
- ফতোয়াদানকারী সম্মানিত আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ ও মুফতিগণকে 'ফতোয়াবাজ' বলে আখ্যায়িত করছে।
- পত্র-পত্রিকা ও রেডিও টেলিভিশনে তথাকথিত ফতোয়াবাজির মনগড়া কাহিনী রচনা করে প্রচার করছে।
- ইসলামের দুশমন এক শ্রেণীর এনজিও বিদেশী খোদাদ্রোহীদের অর্থ সাহায্যে ফতোয়াকে ফতোয়াবাজি আখ্যায়িত করে ফতোয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও আন্দোলনে নেমেছে।
- এক শ্রেণীর নাস্তিক ও ধর্মহীন লেখক ফতোয়ার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় অবিরাম লেখালেখির মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ফতোয়া প্রদানকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

ফতোয়া কী?

'ফতোয়া' শব্দটি আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআনে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে ব্যবহার হয়েছে। তা থেকে এ শব্দটি ইসলামী আইন এবং ফিক্‌হের একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। ফতোয়া মানে– শরীয়ত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বা মতামত।

ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। তাই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, সরকার, প্রশাসন, আইন, বিচার ইত্যাদি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনা করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য। সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়াদি যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী, সন্তান লালন-পালন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও অধিকার, অর্থ-সম্পদ অর্জন ও বন্টন, উত্তরাধিকার বন্টন, লেন-দেন, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদিও ইসলামের ভিত্তিতে সম্পাদন ও পরিচালনা করা মুসলমানদের জন্যে অবশ্য ফরয। একইভাবে ইবাদত-বন্দেগি যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, অযু, গোসল, দান-সদকা ইত্যাদি বিষয়ও কুরআন সুন্নাহর বিধান মোতাবিক পরিচালনা করা মুসলমানদের জন্যে ফরয। মুসলমানদেরকে জীবনের এসকল কাজ ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হয়। জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণ করা মুমিনের জন্যে অপরিহার্য ফরয।

কিন্তু সাধারণ জনগণ সকলেই শরীয়ত সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী নয়। সেজন্যে জনগণ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক এবং ইবাদত বন্দেগিসহ জীবনের সকল বিষয়ে শরীয়তের বিধিবিধান জানার জন্যে মুহাক্কিক আলিমগণের কাছে ব্যাখ্যা বা মতামত চেয়ে থাকে। জীবনের সকল বিষয়ে আলিমগণ কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ও ফক্বীহগণের অভিমতের ভিত্তিতে জনগণকে শরীয়ত সংক্রান্ত যেসব ব্যাখ্যা ও মতামত দিয়ে থাকেন, তাই 'ফতোয়া'। আর যিনি ফতোয়া প্রদান করেন, তাকে বলা হয় 'মুফতি'।

উল্লেখ্য, দীন ও শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রসূলই দিয়েছেন। কোনো আলিমের কাছে দীন ও শরীয়ত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নকারীকে অবহিত না করলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

তাই শরীয়তের বিষয়ে আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করা এবং আলিমদের পক্ষ থেকে অভিমত বা ফতোয়া প্রদান করা ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য অংগ। আর এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রামাণিত।

রসূল সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই ফতোয়া চলে আসছে

এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং মুজতাহিদ ফকিহগণের কিয়াসের আলোকে মুহাক্কিক আলিমগণ জনগণকে তাদের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে শরীয়ত সংক্রান্ত যেসব মতামত দিয়ে থাকেন, তাই ফতোয়া। মুসলিম জনগণ সার্বিকজীবনে ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের যে প্রবল আকাংখা পোষণ করেন, মুহাক্কিক আলিমগণ ফতোয়ার মাধ্যমে সে ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করেন।

ফতোয়া চাওয়া এবং ফতোয়া প্রদানের এই কল্যাণকর অপরিহার্য রীতি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের সময় থেকেই চলে আসছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকেই একদিকে রাষ্ট্রীয় আদালতের মাধ্যমে ফায়সালা দেয়া হতো, অপরদিকে বিশেষজ্ঞ সাহাবিগণও ব্যক্তিগতভাবে ফতোয়া প্রদান করতেন। হযরত আলী, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমসহ অনেক সাহাবীই ফতোয়া প্রদান করতেন। এরপরও শত শত বছর বিশ্বে মুসলিম শাসন ছিলো, ইসলামী আদালত ছিলো। কিন্তু তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল যুগেই মুহাক্কিক আলিমগণ পৃথিবীর সকল মুসলিম সমাজে ফতোয়া প্রদান করে আসছেন। সুতরাং ফতোয়া সর্বকালের সর্বযুগের উলামায়ে কিরামের সর্বস্বীকৃত (ইজমায়ে আম) মতামত ও সমাধান প্রদান পদ্ধতি।

তাই কোনো সরকার বা আদালতের ফতোয়া নিষিদ্ধ করার কোনো ইখতিয়ার নেই। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ইসলামের উপর হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।

ইসলামের শত্রুদের 'ফতোয়াবাজি' শব্দ

ইসলামের দুশমনরা ইসলামের এই পবিত্র শব্দ ফতোয়াকে 'ফতোয়াবাজি' বলে চরম

www.pathagar.com

ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। শুধু তাই নয়, এই নরপিশাচরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কিরামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে 'ফতোয়াবাজ' বলে গালি-গালাজ করছে।

'বাজ' এবং 'বাজি' শব্দগুলো সবসময়ই হেয় ও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন - চাঁদাবাজ, চাঁদাবাজি, যুলুমবাজ, যুলুমবাজি, টেন্ডারবাজ, টেন্ডারবাজি, গলাবাজ, গলাবাজি, ফন্দিবাজ, ফন্দিবাজি, ধড়িবাজ, ধড়িবাজি, মামলাবাজ, মামলাবাজি, ভেলকিবাজ, ভেলকিবাজি ইত্যাদি। মন্দ অর্থে ব্যবহৃত এই 'বাজ' ও 'বাজি' শব্দ ইসলামের শত্রুরা ইসলামের পবিত্র শব্দ 'ফতোয়া'র সাথে জুড়ে দিয়ে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষমাহীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

মূলত ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে নির্মূল করার অভিযানের অংশ হিসাবেই এসব পরিভাষা ব্যবহার করছে। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে এরকম আরো বহু পরিভাষা তারা ব্যবহার করছে। যেমন - মৌলবাদ, মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ, গোঁড়া, সন্ত্রাসবাদী, উগ্রবাদী, রাজাকার, আলবদর, সেকেলে, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি।

যারাই ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজিসহ এসব শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে তাদেরকে ইসলামের জঘন্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ফতোয়া দেয়া বিজ্ঞ আলেমদের কাজ

প্রসংগক্রমে আমরা এখানে একথাও উল্লেখ করতে চাই যে, ফতোয়া প্রদান করা সাধারণভাবে সব ইমাম বা সব আলেমের কাজ নয়। আর সাধারণভাবে সকলের কাছে ফতোয়া চাওয়াও ঠিক নয়। মাদ্‌রাসায় পড়ালেখা করলেই সবাই ফতোয়া দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়না, যেমন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই সবাই জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবার উপযুক্ত হয়না।

সেইসব আলেমগণেরই ফতোয়া দেয়া উচিত এবং জনগণেরও কেবল সেইসব উলামায়ে কিরামের কাছেই ফতোয়া চাওয়া উচিত –

১. যেসব আলেম আল্লাহর কুরআন ও রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত সম্পর্কে ব্যাপক ও সঠিক জ্ঞান রাখেন,
২. যাঁরা খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের নীতি, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন,

www.pathagar.com

৩. যাঁরা অতীতের মুজতাহিদ উলামা ও ইমাম ফকীহগণের মতামত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন,
৪. যাঁরা নিজেরা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দীন ও শরীয়ত অনুসরণ করেন,
৫. যাঁরা পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট অনুধাবন করার এবং সেই মোতাবেক শরীয়তের বিধান নির্ণয়ের যোগ্যতা রাখেন,
৬. যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহভীতির সাথে হক কথা বলেন,
৭. যাঁরা কখনো ন্যায় ও হকের বিপরীত কথা বলেননা, আমল করেননা এবং সত্য ও ন্যায় পরায়ণতাই যাঁদের আদর্শ।

এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞ আলেমগণই ফতোয়া প্রদান করবেন এবং জনগণেরও উচিত কেবল এ ধরনের আলিমগণের কাছেই ফতোয়া চাওয়া।

তবে সাধারণ বিষয়াদি যেমন অযু, গোসল, নামায, রোযার নিয়ম-কানুন ইত্যাদির মাসলা-মাসায়েল সাধারণ ইমাম ও আলেমগণের কাছেই জনগণকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তাঁরাই এসব বিষয়ে জনগণকে ইসলামের জ্ঞানদান করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পারস্পারিক অধিকার সংক্রান্ত আইনী বিষয়াদির ফতোয়া কেবল উপরে উল্লেখিত বিজ্ঞ আলেমগণই প্রদান করবেন।

ভুল ফতোয়ার অজুহাত

তবে গ্রামে-গঞ্জে সবসময় বিজ্ঞ আলেম পাওয়া যায়না। তাই জনগণ সাধারণ মুন্সি সাহেব, হাজী সাহেব ও মৌলভী সাহেবদের কাছে ফতোয়া চেয়ে বসে। সব বিষয়ে জানা না থাকার কারণে তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো ভুল ফতোয়াও দিয়ে থাকেন। যেমন অভিজ্ঞ ডাক্তারের অভাবে গ্রামে-গঞ্জের লোকেরা অনেক সময় হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। আর হাতুড়ে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে অনেক সময় রোগী মারাও যায়।

কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসার কারণে যেমন সাধারণভাবে ডাক্তারদের চিকিৎসা কার্য বন্ধ করে দেয়া যায়না, ঠিক তেমনি না জানা লোকের ভুল ফতোয়ার কারণে সকল আলেমের ফতোয়া প্রদান বন্ধ করে দেয়া যেতে পারেনা। যারা এ ধরনের খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে ফতোয়া প্রদানকেই বন্ধ করে দিতে চায় তারা মূলত ইসলামকেই নির্মূল করতে চায়। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তারা এমনটি করতে চায়।

www.pathagar.com

নিম্ন আদালতের অনেক রায় ও ফায়সালা উচ্চ আদালত ভুল প্রমাণ করে বাতিল করে দেয়। তাই বলে নিম্ন আদালত বন্ধ ও নিষিদ্ধ করে দেয়া কি যুক্তিসংগত হবে?

ফতোয়া ও রায়-এর মধ্যে পার্থক্য

এ প্রসংগে আরেকটি বিষয় সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার। সেটা হলো আলেম বা মুফতির ফতোয়া এবং বিচারকের রায় কিন্তু এক জিনিস নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়ত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আলেম বা মুফতির ব্যাখ্যা ও মতামতকে বলা হয় ফতোয়া।

পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে কাযী বা বিচারক বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা প্রদান করেন, সেটাকে বলা হয় রায় বা কাযা।

শরীয়তের কোনো আইন বা বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আলেম বা মুফতি ফতোয়া দিতে পারেন, কিন্তু সে ফতোয়া বাস্তবে প্রয়োগ ও কার্যকর করার এখতিয়ার তিনি রাখেননা। শরীয়তের বিধান ও হুকুম আহকাম জানিয়ে দেয়াই আলেম ও মুফতির কাজ। হুকুম জারি করা বা দন্ড প্রয়োগ করা আলেম ও মুফতির কাজ নয়।

আবার কোর্টের কাযী বা বিচারক যে রায় প্রদান করেন, তা কার্যকর করার জন্যেই প্রদান করেন। সরকার ও শাসন বিভাগ বিচারকের রায় কার্যকর করতে বাধ্য।

মুফতির ফতোয়া হলো মতামত (Opinion)। আর বিচারকের রায় হলো সিদ্ধান্ত (Decree)।

সুতরাং কেউ যদি কোথাও ফতোয়ার ভিত্তিতে কারো উপর শরীয়ত নির্ধারিত দন্ড প্রয়োগ করেন, তবে তা সীমালংঘন। দন্ড প্রদান ও প্রয়োগের দায়িত্ব বিচারক ও সরকারী কর্তৃপক্ষের।

এনজিও-দের অনাচার

আমাদের দেশে অধিকাংশ এনজিও চলে বিদেশী ইসলামের দুশমনদের টাকায়। এনজিওরা রেজিস্ট্রেশন নেয় দারিদ্র বিমোচন আর জনগণের সেবার নামে। সেবার নামে সংগঠন করলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির মূল ভিত্তি ভেংগে দেয়া। আমাদের দেশে ইসলাম বিদ্বেষী এই এনজিওদের মূল কাজ ৭টি।

www.pathagar.com

সেগুলো হলো -

১. জমা ও ঋণ দানের নামে উচ্চ হারে সুদ আদায় করা এবং শোষণ করা।
২. নারীদেরকে বেপর্দা করা এবং অশ্লীলতা বেহায়াপনা ও যিনা ব্যাভিচারের প্রসার করা।
৩. স্বামী স্ত্রীতে কলহ বাধানো এবং ঘর সংসার ও পরিবার ভাংগা।
৪. শিক্ষার নামে ইসলাম বিদ্বেষী কুশিক্ষা প্রচার করা।
৫. দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।
৬. সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা।
৭. ইসলাম নির্মূলের অভিযান পরিচালনা করা।

এই এনজিওরাই ফতোয়াকে ফতোবাজি আখ্যায়িত করে ফতোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের এজেন্টরাই ফতোয়ার বিরুদ্ধে লেখালেখি করছে এবং রেডিও, টিভি ও পত্র-পত্রিকায় প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে।

এরা ফতোয়াকে বিয়ে, তালাক, হিল্লা, দোররা ইত্যাদির মধ্যে বন্দী করে অপপ্রচারের ঝড় উঠিয়েছে। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এদেরকে প্রতিরোধ করুন।

ইসলাম মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ

ইসলামই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ। বিশ্বের বিবেকবান মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করছে ইসলাম ছাড়া মানুষের মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই আজ সারাবিশ্বে শুরু হয়েছে ইসলামের জাগরণ।

এ অবস্থায় ইসলামের শত্রুরাও ইসলামের বিরোধিতায় মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।

- তারা সারাবিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম অপবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
- বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদী' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করছে।
- ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামের মজবুত ভিত নষ্ট করার জন্যেও তারা সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের সবধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। ❑

www.pathagar.com

কেয়ামত পর্যন্ত ফতোয়ার ধারাবাহিকতা চলবে

ফতোয়া প্রসংগে দৈনিক সংগ্রামেরর সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব **মাওলানা উবায়দুল হক**

শাহীন হাসনাত ঃ ইসলামী জীবনাচারের ভিত্তি ফতোয়াকে হাইকোর্টের রায়ে নিষিদ্ধ করায় দেশের তাওহীদবাদী জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনধারা ও বোধ-বিশ্বাস আজ সেক্যুলার শিকলে বাঁধা পড়ে গেছে। বিপন্ন হয়ে পড়েছে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা-মানবাধিকার। এই বর্বরোচিত রায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে দেশের সর্বস্তরের জনতা। ইসলামী জীবনাচারকে শৃঙ্খলিত করতে আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের আলেম সমাজ যুগপৎভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিবাদ ও প্রতিকার আন্দোলন। দেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক ইতোমধ্যেই দেশের সর্বস্তরের জনতার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদা অর্জন করেছেন। দেশবাসীর মুরব্বী হিসেবে ফতোবিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে চলমান নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে তার ভূমিকা আলোকিত ও গতিমান। জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে মাওলানা উবায়দুল হক দৈনিক সংগ্রামের সাথে সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান দেশবাসীকে ইসলামবিমুখ করাই ফতোয়াবিরোধীদের লক্ষ্য। ফতোয়ার বিষয়ে আদালতের রায়ে ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে। এ দেশ থেকে ইসলামী ভাবধারা উৎখাতের জন্য নানা ষড়যন্ত্র চলছে। তবে কেয়ামত পর্যন্ত ফতোয়ার ধারাবাহিকতা চলবে।

নীচে মাওলানা উবায়দুল হকের পুরো সাক্ষাতকার দেয়া হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া কি? ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার অবস্থান কোথায়?

উত্তর ঃ ফতোয়া হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী বিধানকে ব্যক্ত করা। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই ফতোয়ার ব্যবহার চালু রয়েছে। যারা ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে অনবহিত রয়েছে, ফতোয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করানো হয়। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফতোয়া শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী বিধান সম্পর্কে প্রশ্নকারীদের অবহিত করেছেন। যেমন "ইয়াসতাফতু নাকা ফিননিসা কুলিল্লাহু ইয়ুফতিকুম ফি হিন্না..."।

www.pathagar.com

অর্থাৎ "লোকজন আপনার নিকট মহিলাদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চায়, আপনি বলে দিন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন...." । (সূরা নেসা- আয়াত ১২৭)ঃ

"ইয়াসতাফতুনাকা কুলিল্লাহু ইয়ুফতিকুম ফিল কালালা.... " অর্থাৎ "লোকজন আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চাচ্ছে। আপনি বলে দিন কালালা (মা, বাবা, সন্তান সন্ততি নেই এমন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন... ।" (সূরা নেসা আয়াত- ১৭৬)।

এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ফতোয়া দিয়েছেন এবং তাঁর অনুসরণে নবী সা. সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে তাঁর ওয়ারিশগণ ফতোয়ার মাধ্যমে ইসলামের হুকুম-আহকাম ব্যক্ত করে আসছেন। সুতরাং ফতোয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ হলে ইসলাম সম্পর্কে সকল মানুষ অজ্ঞ থেকে যাবে। কাজেই ইসলাম যতোদিন বিদ্যমান থাকবে ফতোয়ার ধারাবাহিকতাও ততোদিন চলবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ ও ফতোয়ার মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর ঃ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে বা রাখতে হলে ফতোয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন ঃ কাজীর বিচার ও ফতোয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ ফতোয়া হলো শরীয়ত সম্মত বিধান জানিয়ে দেয়া। আর কাজীর ফায়সালা হলো বাস্তবায়িত করার জন্যে।

প্রশ্ন ঃ যেখানে ইসলামী সরকার নেই সেখানে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব কে পালন করবে?

উত্তর ঃ যেখানে ইসলামী হুকুমত নেই সেখানে এলাকার উলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইসলামী পার্সোনাল ল' কাউন্সিল অথবা ইমারতে শরীয়া গঠনের মাধ্যমে ফতোয়ার দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে এরকম দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কিছু স্বার্থদুষ্ট লোক ও টাউট মাতব্বর কথিত ফতোয়াবাজি বা বিচার-ফায়সালার নামে যা করছে তাকে কি ফতোয়া বলা যায়? এটা রোধের উপায় কি?

উত্তর ঃ ফতোয়া প্রদান এবং মুফতি হওয়ার জন্য শরীয়তের মধ্যে অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো যাদের মধ্যে নেই তাদের মতামতকে কখনো ফতোয়া বলা যায় না এবং যারা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এ জন্যেই আমরা বহু পূর্ব থেকেই দাবি করে আসছি, যোগ্য ব্যক্তি এবং কুরআন-সুন্নাহ বিশারদদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের ফতোয়া বোর্ড গঠন করা আবশ্যক। কেন্দ্র এবং শাখাভিত্তিক পর্যায়ে একমাত্র

www.pathagar.com

তারাই ফতোয়া দিতে পারবেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে গ্রাম্য-মাতব্বর এবং টাউটদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ একশ্রেণীর পশ্চিমা মদদপুষ্ট এনজিও এবং মিডিয়া পরিকল্পিতভাবে ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। এদের লক্ষ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ প্রথম থেকেই তাদের লক্ষ্য হলো দেশবাসীকে ইসলাম থেকে বিমুখ করে ফেলা। এ জন্য তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি হলো ফতোয়ার বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করা। এ জন্য আগে থেকেই ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরাম সেবার নামে আমাদের দেশে তাদের ধর্মদ্রোহী কার্যকলাপ বন্ধের দাবী জানিয়ে আসছেন। বর্তমানে ফতোয়া সম্পর্কে আদালতের রায়ের পর তারা নতুন করে সোচ্চার হয়েছে। তাদের মধ্যে বহু অমুসলিম কর্মীও রয়েছে যাদের সাথে ফতোয়া প্রয়োগের কোনো সম্পর্কই নেই। তবুও তাদের ফতোয়া বন্ধের আন্দোলনে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্য দেশ থেকে ইসলাম উৎখাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন মাদ্রাসায় যে ফতোয়া বিভাগ রয়েছে তাদের কাজ কি?

উত্তর ঃ এসব ফতোয়া বিভাগের কাজ শিক্ষার্থীদের ফতোয়া প্রশিক্ষণ এবং দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় ফতোয়া দেয়া।

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর ঃ আমি মনে করি বিচারকগণ পারিবারিক আইন সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নন, অথবা নিজ ধারণা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে বিকৃত করে নিজ সমর্থনে ব্যবহার করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফতোয়ার সমগ্র ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয়ার অভিপ্রায় দ্বারা এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে, ইসলাম সম্পর্কে তারা বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করেন। অন্যথায় ঘটনার তদন্ত করা এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব দিতে পারতেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার নেতৃত্বে যে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল সংগঠনটির বর্তমান ভূমিকা কি?

উত্তর ঃ শরীয়া কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হলো সব ধরনের দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে দূরে থেকে মুসলিম জনসাধারণকে ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবহিত করা এবং ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালানো। বর্তমানে উদ্ভূত ফতোয়া সম্পর্কিত বিষয়ে জনসাধারণকে পথনির্দেশনা দেয়াও শরীয়া সাউন্সিলের কাজ। তাই অচিরেই ফতোয়া বিষয়ে শরীয়া কাউন্সিল একটি বৈঠক করবে। (দৈনিক সংগ্রাম : ১৫/০১/২০০১)

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ ও ফতোয়ার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য

ফতোয়া প্রসংগে দৈনিক সংগ্রামের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

শাহীন হাসনাত ঃ হাইকোর্টের রায়ে ইসলামী জীবনাচারের ভিত্তি ফতোয়া প্রদানকে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করায় দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র উদ্বেগ-বিক্ষোভ। শরীয়ত, সংবিধান, সভ্যতা মানবাধিকার বিরোধী এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশরবেণ্য আলেমদের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিকার সংগ্রাম, ফতোয়ার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর নেতৃত্বে চলছে আইনী লড়াই ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের যুগপথ নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম। এ প্রসঙ্গে সর্ববৃহৎ ইসলামী গণসংগঠনের মুহতারাম আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ফতোয়া বিষয়ে দৈনিক সংগ্রামের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আইনের উপর নিষেধাজ্ঞা ঈমানের পরিপন্থী এটা মেনে নেয়া হবেনা। রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপে যাতে ইসলামী আইনের বিকৃতি না ঘটে এজন্য সর্বযুগে হক্কানী ওলামায়ে কিরাম ও আইম্মা মুজতাহিদগণ সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছেন। ফতোয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের লংঘন। এই জুলুমের বিরুদ্ধে দল মতের উর্ধে উঠে সমগ্র জাতিকে ভূমিকা রাখতে হবে। নিচে মাওলানা নিজামীর পুরো সাক্ষাৎকার দেয়া হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া কী? ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার অবস্থান কোথায়?

উত্তর ঃ ফতোয়া ইসলামের একান্ত নিজস্ব পরিভাষা। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চেয়ে দেশের আস্থাভাজন ওলামায়ে কিরামের দ্বারস্থ হয়ে যে সিদ্ধান্তকারী অভিমত পেয়ে থাকেন তাই ফতোয়া হিসেবে স্বীকৃত। মূলত ফতোয়া শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের অভিমত যা বিচারকদের ফায়সালা গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইসলামের ইতিহাসের সর্বযুগে সর্বকালেই ওলামায়ে কিরাম শরীয়তের ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্নমুখী জিজ্ঞাসার জবাবে যেসব অভিমত ব্যক্ত করে আসছেন তা সংকলিত হয়ে অমূল্য সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত আছে এবং আধুনিক যুগে

www.pathagar.com

চলমান সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আলেম, মুফতি, বিচারক, মুজতাহিদগণ সেগুলোকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে সমাধান বের করতে পারেন। এভাবে দুনিয়া যতোদিন থাকবে মানুষের সমস্যার সামাধানের প্রয়োজনে ফতোয়ার প্রয়োজনও অব্যাহত থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ ও ফতোয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর ঃ কুরআন মানুষের সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির উপর চারটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে -

১. নামায কায়েমের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠন করা,

২. যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করা,

৩. সৎকাজের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ ও সুপথে পরিচালিত করা এবং

৪. যাবতীয় অসৎনীতি, গর্হীত কাজ ও পাপাচার থেকে মানুষকে বিরত রেখে সমাজকে পূতপবিত্র রাখা।

খেলাফতি শাসন ব্যবস্থার অবর্তমানে মুসলিম শাসনামলে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও শাসকদের প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাবে মানুষের এ চারটি প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব ওলামায়ে কিরাম পালন করে আসছেন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার অবর্তমানে ওলামায়ে কিরামের উপর এ দায়িত্ব আরো অধিক পরিমাণে অর্পিত হয়।

ওলামায়ে কিরাম সমাজের মানুষকে সাথে নিয়ে যুগ যুগ ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। মসজিদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে ওলামায়ে কিরাম মুসলিম সমাজকে সাথে নিয়েই এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এমনিভাবে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিকা অনুসরণের তাগিদে সমাজের মানুষও আলেম সমাজের শরাণাপন্ন হয়ে আসছে। এই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই মুসলিম সমাজ দীনি শিক্ষালয় মাদ্‌রাসা গড়ে তুলেছেন এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদের কাছেই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শরীয়ার সিদ্ধান্ত বা শরীয়তের দিক নির্দেশনা পেয়ে আসছেন। এই দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের সাথে বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের ফতোয়া এবং দিকনির্দেশনা নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সমাজ ও ফতোয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হওয়ায় তা এখন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজে কাজীর বিচার ও ফতোয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ ফতোয়া মূলত একটি এক্সপার্ট ওপিনিয়নের মর্যাদা রাখে। একটি বাস্তব সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহর তথা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ যে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী অভিমত দেন তাই ফতোয়া। যিনি ফতোয়া দেন তা কার্যকর করার দায়িত্ব তার নয়। ফতোয়া কার্যকর কারার দায়িত্ব কাজী বা বিচারকের আসনে আসীন ব্যক্তির।

মুসলমানদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই চলার কথা, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থাও শরয়ী আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকগণ শরয়ী আইনের উপর বিশেষজ্ঞ হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের রাষ্ট্র ইসলামী আইনে পরিচালিত না হওয়ায় দেশের বিচার ব্যবস্থা শরীয়তের আইনে পরিচালিত নয়, যার ধারাবাহিকতায় বিচারকরাও শরীয়তের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ এবং এ কারণেই ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফতোয়ার যথার্থ মূল্যায়ন করতে তারা একান্তই অক্ষম।

প্রশ্ন ঃ যেখানে ইসলামী সরকার নেই সেখানে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব কে পালন করবে?

উত্তর ঃ আগের প্রশ্নের জবাবে এর উত্তর কিছুটা এসেছে। খেলাফতি শাসন ব্যবস্থার অবর্তমানে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে ওলামায়ে কিরাম কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ফিকাহ শাস্ত্র বা ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকেছেন। যাতে শাসকদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামী আইনের বিকৃতি না ঘটে এ জন্য সর্বযুগে হক্কানী ওলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদগণ সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। এ ভূমিকা পালন করতে যেয়ে তাঁরা যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা র., ইমাম মালেক র., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র, ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. এবং ইমাম শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানি র.-এর জীবন্ত উদাহরণ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলিম জনতার নির্ভরশীলতা ওলামায়ে কিরামগণের ওপর আরো বৃদ্ধি পায়।

অতএব আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে যারা ঈমান-আকিদা, ইবাদত-বন্দেগী, মুয়ামালাত বা ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে চায় তাদের জন্য কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী ইসলামী নেতৃত্বের অনুসরণের বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

এখানে স্মরণযোগ্য, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও মুসলমানদের জন্য ফরয কাজ। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে ওলামায়ে কিরামের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। তবে সে সাথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদেরকে প্রাণান্তকর সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কারণ ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের অনুসরণ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ কিছু স্বার্থদুষ্ট লোক ও টাউট মাতব্বর কথিত ফতোয়াবাজি বা বিচার ফায়সালা নামে যা করছে তাকে কি ফতোয়া বলা যায়?

উত্তর ঃ গ্রাম্য সালিস-দরবারও সামাজিক শাসনের একটি অংশ। সালিস আইন-আদালত এবং কোর্ট-কাচারীতেও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আজকাল ক্ষেত্র ভেদে সমাজের একশ্রেণীর মোড়ল-মাতব্বররা পূর্বশত্রুতার জের ধরে ব্যক্তিগত ক্রোধ-আক্রোশ চরিতার্থ করতে যেয়ে মাঝে-মধ্যে নীতি-নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে সালিসের রায় প্রদান করে এবং শরীয়তের নাম ভাঙ্গিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার যে অপপ্রয়াস চালায়- এর সাথে বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের ফতোয়ার কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। উদ্দেশ্যমূলকভাবে একশ্রেণীর এনজিও কর্মকর্তা ও মিডিয়া এটাকে ঢালাওভাবে ফতোয়াবাজি নামে আখ্যায়িত করে মূলত ইসলাম ও আলেম সামজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপকৌশল চালিয়ে আসছে। এটা রীতিমত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ।

প্রশ্ন ঃ গ্রাম্য মোড়লদের কথিত ফতোয়াবাজি রোধের উপায় কী?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে অথবা শরীয়া কোর্ট থাকলে কোনো মহল এরকম আনঅথরাইজড বিচারের নামে অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না। দুনিয়া যতোদিন থাকবে ততোদিনই শরীয়া আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শরীয়া আইন অনুসরণের প্রয়োজনে জনগণও মুফতির শরণাপন্ন হবে। রাজধানী থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞ আলেমদের নেতৃত্বে শরীয়া কোর্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ফতোয়ার নামে গ্রাম্য টাউট মাতব্বরদের এই অপতৎপরতা বন্ধ করা যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলো দেশেই শরীয়া কোর্ট রয়েছে তাই সেখানে ফতোয়ার অবব্যহার বা অপপ্রয়োগ হয় না।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় যে ফতোয়া বিভাগ রয়েছে তাদের কাজ কী?

উত্তর ঃ জনগণ তাদের প্রয়োজনেই যেমন মসজিদ গড়ে তুলেছে তেমনি শরীয়তের শিক্ষার জন্যই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব মাদ্‌রাসার ফতোয়া বিভাগ থেকে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার শরয়ী সমাধান দেয়া হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ে আপনার অনুভূতি কী?

উত্তর ঃ কোর্টের রায় সম্বন্ধে মতামত দেয়াটা অবশ্যই একটু স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিচারাধীন বিষয়ে মন্তব্য করা অনাকাঙ্খিত। তবে গত বুধবার আইনজীবীদের অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি বলেছেন, আদলতের বিষয়ে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা উচিত নয়। প্রধান বিচরপতির এই উক্তির মধ্য দিয়ে গঠনমূলক আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। যারা আল্লাহ, রাসূল, কুরআনে বিশ্বাসী তারা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আইনের উপর কোনো মহলের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারেনা। কারণ এটা ঈমানের পরিপন্থী। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল হয়েছে। অতএব বিষয়টি বিচারের প্রক্রিয়াধীন। আমরা আশা করবো, সর্বোচ্চ আদালতের বিবেচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।

ক. বিচাকরকগণ তাদের রায়কে বিচারধীন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন নাকি অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্খিতভাবে বিচারাধীন বিষয়ের বাইরে অনধিকার চর্চা করেছেন?

খ. ঢালাওভাবে ফতোয়া প্রদান নিষিদ্ধ করার বিষয়টি কতোটা স্পর্শকাতর সে বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব উপলব্দি করা হয়েছে কিনা?

গ. বিষয়টি ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ক্ষুণ্নের পর্যায়ে পড়ে কিনা?

সেই সাথে গত বুধবার আইনজীবীদের সমাবেশে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য উল্লেখ করে বলতে চাই। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, সুপ্রীম কোর্টের রায় সবাইকে বিশেষ করে প্রশাসনের লোকদের মানতে হবে। কোনোমতেই ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখানো যাবেনা। অথচ কিছুদিন আগে হাইকোর্টের একটি রায়কে কেন্দ্র করে সরকারি দলের মন্ত্রীবর্গ ও নেতাদের নেতৃত্বে অসংখ্য যানবাহন ভাংচুর, বিচারকদের স্বজনদের উপর হামলা, বাস বভন ভাংচুর, বিচারকদের ভীতি প্রদর্শন এমনকি মন্ত্রীরা আইন হাতে তুলে নেয়ার জন্য কর্মীদের উস্কানি দিয়েছে। পক্ষান্তরে ঢালাওভাবে ফতোয়া নিষিদ্ধের বিষয়টি ঈমানদারদের জন্য সর্বোচ্চ স্পর্শকাতর বিষয় হলেও দীনিমহল ভাংচুর ও ভীতি প্রদর্শনের দিকে না যেয়ে গঠনমূলক সমালোচনা, পর্যালোচনা এবং আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। এ বিষয়ে আমি দেশের বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই– এই দু'টি ঘটনায় ফুটে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে উগ্রবাদী কারা?

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ আপনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সুসংগঠিত ও প্রধান ইসলামী দলের প্রধান। শরীয়ত বা ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আপনার দলের ভূমিকাকেই দেশবাসী সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়-এ বিষয়ে আপনার দলীয় কর্মসূচী কী?

উত্তর ঃ বিষয়টি দলীয় বা রাজনৈতিক নয়। এটা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আকিদার সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ বিষয়ে দলমতের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র জাতিকেই এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ের একটি দিক হলো আইনী লড়াই, যা কিনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দ্বিতীয়ত যেহেতু ফতোয়ার বিষয়ে আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মহলে যথেষ্ট অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা রয়েছে তা নিরসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয়ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইসলামী চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। কুয়ার মধ্যে মরা ইঁদুর বা বিড়াল না তুলে শুধু নিদিষ্ট পরিমাণ পানি তুলে ফেললে যেমন কুয়ার পানি শুদ্ধ হবেনা, তেমিন তাগুতি সমাজ ও অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ ধরনের পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। (দৈনিক সংগ্রাম : ১৩/০১/২০০১ইং)

www.pathagar.com

সরকার ইসলামী আইন নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখেনা

ফতোয়া প্রসংগে দৈনিক ইনকিলাবের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে
আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আহমদ সেলিম রেজা ঃ সম্প্রতি একটি বিতর্কিত ফতোয়ার ওপর স্যুয়োমটো রায় দিতে গিয়ে মাননীয় আদালত ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিধান ফতোয়া প্রদানকেই অবৈধ ঘোষণা করে। পাশাপাশি ফতোয়া প্রদানকে 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ' গণ্য করে আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদের প্রতি সুপারিশ করে। একই সাথে ফতোয়া প্রদানকারীকে 'ফতোয়াবাজ' অভিহিত করে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ দিয়ে তা প্রতিহত করতে রাষ্ট্রকে নসিহত করা হয়। এমনকি পাকিস্তান আমলে প্রণীত শরীয়ত-বিরোধী মুসলিম ফ্যামিলী ল' অর্ডিন্যান্সকে বাংলাদেশের স্কুল-মাদ্রাসা ও জুমার খুৎবায় আলোচনার সুপারিশ করা হয়। অতঃপর সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ ভুল দৃষ্টিসম্পন্ন এবং গোঁড়া নাগরিক সৃষ্টির অভিযোগ তুলে দেশে একক সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করা হয়। আদালতের এই রায় নিয়ে দেশময় নানা বিভ্রান্তি, বিতর্ক ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে 'ফতোয়া প্রদানের বৈধতা' শিরোনামে এ প্রসঙ্গে দেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন, পীর মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হচ্ছে।

এবার দৈনিক ইনকিলাবের মুখোমুখি হয়েছেন প্রখ্যাত আলেমে দীন, সাবেক এমপি ও সংসদীয় দলের নেতা, জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের নবনির্বাচিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এখানে তাঁর সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

ইনকিলাব ঃ ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার গুরুত্ব কতটা অপরিহার্য বলে আপনি মনে করেন?

নিজামী ঃ ফতোয়া হলো শরীয়ত সম্পর্কে বিশিষ্ট আলেমদের সিদ্ধান্তমূলক অভিমত। মুসলমানগণ যখন কুরআন-সুন্নাহ তথা আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

সা.-এর তরিকা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে গিয়ে নানামুখি সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সেসব সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য তারা আলেম-ওলামা তথা শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হন; এসব সমস্যার সমাধানকল্পে ওলামায়ে কেরাম যেসব অভিমত দিয়ে থাকেন, তাই ফতোয়া হিসেবে স্বীকৃত।

আর ইসলামী তরিকায় জীবন-যাপনকারীদের জন্য ফতোয়া দৈনন্দিন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন এর প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে।

ইনকিলাব ঃ ফতোয়া প্রদানকে 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ' হিসেবে গণ্য করে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের সুপারিশ হরা হয়েছে। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

নিজামী ঃ ফতোয়া প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার কারো নেই। এই অধিকার যেমন কোনো ব্যক্তির নেই, একইভাবে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানেরও নেই। এহেন পদক্ষেপ রীতিমতো কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আহকামে শরীয়ার ওপর অন্যায় ও জঘন্য হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সবারই এটা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী খেলাফতের শাসন ব্যবস্থার-অবর্তমানে যখন বিশ্বব্যাপী মুসলিম শাসন চলছিল, তখণ রাষ্ট্রের আইন-আদালত, সমাজ ও শিক্ষা ইসলামভিত্তিক থাকা সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরাম আহকামে শরীয়া চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কোনো হস্তক্ষেপ বরদাশত করেনি। ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম মালেক র., ইমাম ইবনে হাম্বল র., ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. ইতিহাসে তার জীবন্ত উদাহরণ হয়ে আছেন।

এমনকি এই উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনামলেও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আহকামে শরীয়া সম্পর্কে জ্ঞান-গবেষণা এবং ফতোয়া দানের ওপর এ ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বাংলাদেশের মত বিশ্বের বৃহৎ মুসলিম দেশে এই ধরনের উক্তি রীতিমতো ধৃষ্টতা এবং মুসলিম উম্মাহ'র জন্য চরম অমর্যাদাকর।

সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক কোনো বিধানের ওপর রাষ্ট্র কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান বা অপর কেউ কোনো প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেনা।

ইনকিলাব ঃ স্কুল-মাদ্রাসায় মুসলিম পারিবারিক আইন পাঠ্য করা ও জুমার দিন মসজিদে তা আলোচনার সুপারিশ করা হয়েছে। বিষয়টি আপনি সমর্থন করেন কি? না করলে কেন?

নিজামী ঃ এখানে মুসলিম পারিবারিক আইন বলতে পাকিস্তানের সামরিক

www.pathagar.com

একনায়ক আইয়ুব খানের আমলে জারিকৃত 'মুসলিম ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্সকে বোঝানো হয়েছে। এটাকে তদানীন্তন পাকিস্তানের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা তখনই এই আইনকে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী এবং ইসলামী বিধানের বিকৃতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এমন একটি প্রত্যাখ্যাত ও বিকৃত বিষয় সম্পর্কে স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠদান ও জুমার দিনে মসজিদে আলোচনার প্রশ্নই ওঠেনা। তবে সুপারিশটি যদি প্রকৃতই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের বিধানসহ ইসলামের প্রয়োজনীয় দিক ও বিভাগ শিক্ষা দেয়ার পক্ষে হতো, তাহলে সেটা ছিল ভিন্ন কথা।

ইনকিলাব ঃ 'ফতোয়াবাজি'র ঘটনা প্রতিহত করতে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশদের প্রতি নির্দেশ দেয়া প্রসঙ্গে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

নিজামী ঃ প্রথমত, ফতোয়া ইসলামের নিজস্ব পরিভাষা, যার সংজ্ঞা ইতিপূর্বে আমরা দিয়ে এসেছি। এই ফতোয়া প্রদানকে 'ফতোয়াবাজি' হিসেবে বা একটি গালি হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যবহার করা চরম অন্যায়। এমনকি এই ফতোয়া দানের ওপর কোনো প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা বা শাস্তি দেয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়।

অবশ্য একশ্রেণীর অল্প শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি দীনের লেবাস পরে এবং গ্রাম্য-টাউট-বাটপাড়দের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো ফতোয়ার যে অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার করে থাকে সেটা ইসলাম স্বীকৃত কোনো ফতোয়া নয়। এর নিন্দা আমরাও করি। কেউ যদি এই ধরনের কার্যকলাপকে 'ফতোয়াবাজি' হিসেবে অভিহিত করতে চায়, তাহলে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যে কথায় কথায় বিবৃতিবাজি করে থাকে-সেটাও সমভাবেই নিন্দনীয় হওয়া উচিত। তাছাড়া ফতোয়া চাওয়া এবং ফতোয়া দেয়া একটি ধর্মীয় নাগরিক অধিকার। সেক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদান প্রতিহত করতে যাওয়া হবে প্রচলিত আইন ও সংবিধান বহির্ভূত কাজ। স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদেও মানবাধিকার হিসেবে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। ফলে এর পরিপন্থী কোনো পদক্ষেপ হবে সংবিধান ও মানবাধিকার লংঘনের শামিল।

ইনকিলাব ঃ যে কেউ কথায় কথায় ফতোয়া দেবে- তাহলে এটাই কি আপনারা

www.pathagar.com

সমর্থন করতে চাইছেন?

নিজামী ঃ অবান্তর কথা। আগেই এর জবাব দেয়া হয়েছে। এটা তো স্পষ্ট বিষয় যে, ইচ্ছে করলেই যে কেউ ফতোয়া দেয়ার অধিকার রাখেনা। শুধু ইসলামী শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এবং গণমানুষের ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতার আলোকে শরীয়তসম্মত সমাধান পেশ করার যোগ্য কেবল তারাই ফতোয়া দিতে পারে।

ইনকিলাব ঃ আইনের অনুমোদন ছাড়া ফতোয়া দেয়া যায় না মর্মে আইন পাস হলে ইসলাম ধর্মের মৌলিক কোনো ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন কি?

নিজামী ঃ ইসলামী রাষ্ট্রই কেবল ফতোয়া বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ফতোয়া প্রদানের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপরিহার্য। কার্যত ইসলামী রাষ্ট্র ও শরীয়া কোর্টের অনুপস্থিতির কারণেই এ জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এখানে আরও একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রকেও ফতোয়া অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র ফতোয়া নিয়ন্ত্রণ করার এখতিয়ার রাখেনা। রাষ্ট্র কেবল নির্ভরশীল আলেমদের তদারকিতে বিষয়টি পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে পারে। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো ইসলামী নয়। অতএব এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ইসলামী আইন-কানুন, বিধি বিধানের ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখেনা। এমন কিছু করলে মুসলমানগণ তা মানতে বাধ্য নয়। বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ইনকিলাব ঃ দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করতে গিয়ে রায়ের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ, ভূল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ও গোঁড়া নাগরিক সৃষ্টি করছে - এ প্রসঙ্গে আপনার মূল্যায়ন কি?

নিজামী ঃ শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা কেন, আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির ভিত্তিতে প্রণীত বাংলাদেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজও সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সেক্ষেত্রে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। এমনকি স্বাধীন দেশের উপযোগী যোগ্য নাগরিক তৈরী করতে এবং আধুনিক যুগের চাহিদা মেটাতে আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা রীতিমতো অক্ষম।

এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, তা কার্যত পরোক্ষভাবে এই শিক্ষা এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়ার জন্য টেনে আনা হয়েছে। আর একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ হলো মূলত জাতির ঘাড়ে কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের ভিত্তিতে ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। বলতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের সুপারিশকারী ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি রীতিমতো বৈরী মানসিকতার অধিকারী। তবে এদের সবারই জেনে রাখা দরকার যে, ব্রিটিশ বেনিয়ার আমল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত এ ধরনের যত ষড়যন্ত্র হয়েছে সবই ব্যর্থ হয়েছে।

দেশের ওলামায়ে কেরাম মুসলিম সমাজের সহযোগিতায় অতীতে যেমন সকল ষড়যন্ত্রের মুখে মাদ্রাসা শিক্ষা টিকিয়ে রেখেছেন, তেমনিভাবে তা টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

ইনকিলাব ঃ ফতোয়া সম্পর্কে হাই কোর্টের রায় প্রসঙ্গে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন কি?

নিজামী ঃ কোর্টের রায় সম্পর্কে মন্তব্য করার বিষয়টি স্পর্শকাতর। আমরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদান করেই বলতে চাই যে, ফতোয়া সংক্রান্ত রায় দিতে গিয়ে রায় প্রদানকারীগণ নিজেরাই উচ্চ আদালতের মানসম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। এছাড়া রায় প্রদান করতে গিয়ে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তা রীতিমতো সীমা লংঘনের শামিল এবং অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়ে।

ইতোপূর্বে খোরপোষ সংক্রান্ত একটি মামলার রায় দিতে গিয়েও রায় প্রদানকারীদের একজন সমস্যার সৃষ্টি করে উচ্চতর আদালত কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। ফলে এ বিষয়ে বেশী কিছু বলতে চাইনা। তবে ফতোয়া সংক্রান্ত রায়টি আপিল বিভাগের বিবেচনাধীন বিধায় আশা করবো উচ্চতর আদালতের বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী বিষয়টির প্রতি সুবিচার করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে। (দৈনিক ইনকিলাব : ২১/০১/২০০১ইং)

www.pathagar.com

ফতোয়া ছাড়া শরীয়তের উপর আমল সম্ভব নয়

ফতোয়া প্রসংগে দৈনিক সংগ্রামের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর **মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ**

দেশের ওলামায়ে কিরামের কাছ থেকে শরীয়তের নির্দেশনা নিয়ে দেশবাসী ইসলামী জীবন যাপন করার যে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল হাইকোর্টের রায়ে ফতোয়া নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সেই জীবন গঠন প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবনাচারে বাধাদানকারী এই রায়ে সারাদেশ আজ বিক্ষুব্ধ। ধর্মীয় ও সাংবিধানিক স্বাধীনতা হরণকারী এই রায়ের বিরুদ্ধে আলেম সামজের নেতৃত্বে সমগ্র দেশবাসী আজ ঐক্যবদ্ধ। এই অনভিপ্রেত রায়ের প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সাথে সাক্ষাৎকারে দেশবরেণ্য আলেম মাওলানা এ কে এম ইউসুফ বলেন, ফতোয়া ছাড়া শরীয়তের উপর আমল সম্ভব নয়। ইসলামী আদর্শকে উৎখাত করাই ফতোয়াবিরোধীদের টার্গেট। নীচে তাঁর পুরো সাক্ষাৎকার দেয়া হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া কি? এবং ইসলামী শরীয়তের ফতোয়ার অবস্থান কোথায়?

উত্তর ঃ ফতোয়া ইসলামী শরীয়তের সর্বস্বীকৃত একটি পরিভাষা। ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানে যারা পরিপক্ক তাদের কাছে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সমাধানকল্পে তারা যে জবাব দেন তাই ফতোয়া।

ফতোয়া ইসলামী শরীয়তের অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। রসূলে করীম সা. নিজেই তাঁর সাথীদের অসংখ্য প্রশ্নের সমাধানমূলক জবাব দিয়েছেন যার সবগুলোই ফতোয়ার পর্যায়ভুক্ত। শুধু তাই নয়, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও কুরআনে কারীমে ফতোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা নিসার ১২৭ নং আয়াত ঃ "হে নবী! লোকেরা আপনার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন।" উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুসারে স্বয়ং আল্লাহও ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং ফতোয়া ইসলামের সূচনাকাল থেকেই শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে চালু আছে এবং এর ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ ও ফতোয়ার মধ্যে কি সম্পর্ক?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ফতোয়ামুক্ত ইসলামী সমাজের কোনো কল্পনাই করা যায় না। কেননা ইসলামী সমাজ সেই সমাজকেই বলে যে সমাজের সদস্যরা ইসলামী শরীয়তের উপর ঈমান এনে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। যেহেতু ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া শরীয়তের উপর আমল করা সম্ভব নয়। তাই এ জ্ঞান অর্জনের জন্য দৈনন্দিন জীবনে ফতোয়ার সাহায্য নেয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজে কাজীর বিচার ও ফতোয়ার মধ্যে পার্থক কি?

উত্তর ঃ ইসলামী সমাজের সূচনা থেকেই বিচার বিভাগ (কাযা) ও ফতোয়া উভয় বিভাগই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে চলে আসছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক যে কাজী (বিচারক) নিয়োগ হয় তিনি শরীয়তের আইন ভঙ্গকারীকে শরীয়তসম্মত রায় মোতাবেক শাস্তি প্রদান এবং নিরপরাধীকে মুক্তিদান করেন।

পক্ষান্তরে ফতোয়াদানকারী বা মুফতী'র কাজ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলী সমাজের লোকদেরকে অবহিত করা, বিচার করা নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে কাজীকেও তার আদালতে দায়েরকৃত জটিল মামলার সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মুফতীর সাহায্য নিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ যেখানে ইসলামী সরকার নেই সেখানে ফতোয়ার দায়িত্ব কে পালন করবে?

উত্তর ঃ যেখানে ইসলামী সরকার নেই এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীর জবাব দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম অথবা তাদের কোনো সংস্থা মুসলিম সমাজের উক্ত অভাব আবহমান কালযাবৎ পূরণ করে আসছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূরণ করতে থাকবেন। উপমহাদেশসহ বেশকিছু মুসলিম দেশ অমুসলিম সরকারের অধীনে চলে যাবার পর দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানদের সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধান করার জন্য ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দান করে আসছেন। এ ফতোয়া দানের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী অমুসলিম সরকারও কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের কোর্ট থেকে ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করার হুকুম শুনতে হলো। এ রায় জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ যা কিনা আমাদের সংবিধানের সাথেও সামঞ্জস্যশীল নয়।

প্রশ্ন ঃ কিছু স্বার্থদুষ্ট লোক ও টাউট মাতব্বররা কথিত ফতোয়াবাজি বা বিচার ফয়সালার নামে যা করছে তাকে কি ফতোয়া বলা যায়? এটা রোধের উপায় কি?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ইসলামী সরকার না থাকার কারণে ইসলামী সমাজের লোকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্য সমাধানের ব্যাপারে তাদের কাছাকাছি অবস্থানকারী আলেমদের শরণাপন্ন হয়। এসব আলেমদের মধ্যে বিজ্ঞও থাকে অনভিজ্ঞও থাকে। যেমন সমাজের লোকের রোগ দেখা দিলে বা চিকিৎসার প্রয়োজনে বিজ্ঞ চিকিৎসক না পেলে হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি রোগীরও নয় হাতুড়ে ডাক্তারেরও নয়। বরং এই ত্রুটি হচ্ছে সরকারের।

প্রশ্ন ঃ একশ্রেণীর পশ্চিমা মদদপুষ্ট এনজিও এবং মিডিয়া পরিকল্পিতভাবে ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালায়। এদের লক্ষ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ পশ্চিমাদের অর্থে লালিত এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন, নারী ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের নামে কর্মরত কতিপয় এনজিও মুসলমানদের উত্তম পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে পশ্চিমাদের মতো নীতি-নৈতিকতাহীন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে প্ররোচিত করার জন্যই তাদের এ প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা মহল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী কিছু ইসলাম বিদ্বেষী লোক দ্বারা পরিচালিত এনজিওকে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য মাঠে নামিয়েছে। তাদের মূল টার্গেট ইসলামী আদর্শের উৎখাত করা। সেই লক্ষ্যেই দেশের ওলামায়ে কিরাম, মাদ্‌রাসা ও ইসলামী শিক্ষাকে টার্গেট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে এই এনজিও গোষ্ঠী পতিতাদের পক্ষ অবলম্বন করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় যে ফতোয়া বিভাগ রয়েছে তাদের কাজ কি?

উত্তর ঃ ইসলামী সরকার ও শরীয়া কোর্টের অনুপস্থিতির কারণেই বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম দেশের বড় বড় মাদ্রাসাগুলোতে বৃটিশ আমল থেকেই দারুল ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ খুলে ইসলামী জনতার শরীয়তের ব্যাপারে অনুসন্ধানকৃত প্রশ্নসমূহের জবাব ও সমাধান দিয়ে এসেছেন। সাধারণভাবে মুসলমানরা দৈনন্দিন জীবনে শরীয়তের মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে এসব ফতোয়া বিভাগের শরণাপন্ন হন এবং তাদের সমাধান তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেন। তারা অনৈসলামী কোনো কোর্ট, আদালতের শরণাপন্ন হন না। সুতরাং বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারুল ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ ইসলামী জনতার কাছে একটি গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান-এর কাজ মুসলিম সমাজের প্রয়োজনে (যে পর্যন্ত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন

www.pathagar.com

পর্যন্ত) অব্যাহত থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ফতোয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর ঃ আমার অনুভূতি হলো এ রায় মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের শামিল। কেউ উদ্যোগী হয়ে হাইকোর্টে এ মামলা দায়ের করেনি। পত্রিকার একটি খবরের ভিত্তিতে স্বয়ং হাইকোর্ট এ ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে এবং ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীতের মতো অনেক অপ্রাসংগিক বিষয় টেনে এনেছেন। যেমন সরকারের কাছে ইসলামী ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত নিভৃত পল্লীর যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাদী ছাড়াই হাইকোর্ট এ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করলেন নারী নির্যাতনের এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঘটনা ইতিপূর্বে একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে অথচ হাইকোর্ট এসব ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখেনি। যেমন পশ্চিমাদের সমর্থনপুষ্ট এনজিও গণসাহায্য সংস্থার ডিজি কর্তৃক তার অফিসের কয়েকজন মহিলাকে ধর্ষণ করার খবর এবং ধর্ষিতা দু'জন মহিলার বুকে ধর্ষণকারীর বিচারের দাবীতে ব্যানার লাগিয়ে ঐ সংস্থার কয়েকশ' কর্মচারীর রাজপথে মিছিল করার সংবাদ অনেকগুলো জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও হাইকোর্ট কর্তৃক কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ জনৈক ছাত্রলীগ নেতা কর্তৃক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জোরপূর্বক একশত ছাত্রীকে ধর্ষণ করার পর সেঞ্চুরী পালনের খবর জাতীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হওয়ার পরও উক্ত বিচারপতিদ্বয়ের কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রশ্ন ঃ হাইকোর্টের রায়ে মুসলিম পারিবারিক আইনের যে রেফারেন্স দেয়া হয়েছে এই আইনের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ইং সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান কর্তৃক অর্ডিন্যান্স আকারে জারি করে দেশের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়। এই আইনের বেশ কয়েকটি ধারা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরোধী হয়োর ফলে তদানীন্তন পাকিস্তানের উভয় অংশের ওলামায়ে কেরাম এই আইনেকে প্রত্যাখ্যান করে এই আইনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে সামরিক শাসনের ভয় দেখিয়ে ওলামায়ে কেরামকে এ থেকে নিবৃত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর আযম খানকে দিয়ে আন্দোলনরত এ দেশের একজন বিশিষ্ট আলেম মরহুম মাওলানা শামছুল হক

www.pathagar.com

ফরিদপুরীকে গভর্নর হাউজে ডেকে নিয়ে শাসিয়ে দেন। অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নরও মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে লাহোর দূর্গে নিয়ে শাসিয়েছেন। এভাবেই প্রতিটি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কিরামকে আন্দোলন না করার জন্য শাসিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ওলামায়ে কিরাম ভীত হয়ে কখনো এ আইনকে গ্রহণ করেননি। সুতরাং মুসলিম পারিবারিক আইন প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন। এটাকে কখনো দেশের আলেম সমাজ ও মুসলিম সমাজ গ্রহণ করতে পারেনা।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় ফকীহ বোর্ড গঠনের কতটুকু প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ জাতীয় ফকীহ বোর্ডের মতো দেশভিত্তিক একটি সংস্থা গঠন করার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৫ তারিখে ঢাকায় দেশের বিশিস্ট ওলামায়ে কিরামের উপস্থিতিতে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হককে আহ্বায়ক করে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বর্তমানে এ সংস্থা কর্মরত আছে। ক্রমশঃ এ সংস্থাকে সুসংগঠিত করা হবে ইনশাআল্লাহ। এ সংস্থায় দেশের নামকরা ওলামায়ে কিরাম শামিল আছেন।
(দৈনিক সংগ্রাম : ১৪/০১/২০০১)

www.pathagar.com

ফতোয়া কার্যকর করার দায়িত্ব আলেমদের নয়

ফতোয়া প্রসংগে দৈনিক সংগ্রামের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মাসিক মদীনা সম্পাদক বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মহিউদ্দীন খান

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া কি? ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার অবস্থান কোথায়?

উত্তর ঃ ফতোয়া হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী আইনের সিদ্ধান্ত। শরীয়তের মূল ভিত্তিই হচ্ছে ফতোয়া। কারণ মুসলমান তার জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে কুরআন-সুন্নাহর সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করতে বাধ্য। সুতরাং ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজ ও ফতোয়ার মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর ঃ সমাজ একান্তভাবেই ফতোয়ার উপর নির্ভরশীল। কারণ সমাজকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর হুকুম আহকাম থেকে পথের দিশা সংগ্রহ করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজে কাজীর বিচার ও ফতোয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কাজী হচ্ছেন বিচারক। ইসলামী আদালতের যিনি বিচারক তিনি যে কোনো জটিল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর আলেমদের কাছ থেকে আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ আলেমরা যে সিদ্ধান্ত দেন তাই ফতোয়া। এই ফতোয়া কার্যকর করার দায়িত্ব আলেমদের নয় কাজী বা বিচারকের।

প্রশ্ন ঃ যেখানে ইসলামী সরকার নেই সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ যেসব দেশে ইসলামী সরকার নেই সেসব দেশের মুসলিম জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে "ইমারতে শরীয়া" বা "শরীয়তের প্রশাসন" গড়ে তোলা এবং নিজেদের পারিবারিক বিষয়াদি যথাঃ বিবাহ, তালাক, খোরপোষ, সন্তান পালন, সন্তানের দায়-দায়িত্ব, ওয়াক্ফ উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সমাধান করা। বৃটিশ শাসিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মুসলিম শাসিত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও বিহার প্রদেশে ইমারতে শরীয়ার অস্তিত্ব ছিলো। বৃটিশ সরকারের পাশাপাশি এই ইমারতে শরীয়া সিদ্ধান্ত দিত এবং বৃটিশ সরকারের কাছেও এই ইমারতে শরীয়া স্বীকৃত ছিলো। এমনকি এখনও পর্যন্ত বিহার ও আসামের বরাক উপত্যকায় ইমারতে শরীয়া কার্যকর আছে এবং তা ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

প্রশ্ন ঃ কিছু স্বার্থদুষ্ট লোক ও টাউট মাতব্বররা কথিত ফতোয়াবাজি বা বিচার ফায়সালার নামে যা করছে তাকে কি ফতোয়া বলা যায়?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ফতোয়া যেহেতু বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর আলেমদের কাজ সুতরাং দায়িত্ব প্রাপ্ত নয় বা কুরআন-সুন্নাহর বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান-বুদ্ধি নেই এমন কোনো লোকের পক্ষে ফতোয়া দেয়া ইসলামী আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাহাবীগণের যুগেও বিশেষ কিছু সংখ্যক সাহাবী ফতোয়া প্রদানের অধিকার রাখতেন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিম শাসিত সবগুলো দেশেই ফতোয়া প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ আলেমগণের একটি তালিকা থাকতো এবং এখনো আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান করার পর সরকারি পর্যায়ে ফতোয়া প্রদানকারীদের বিষয়ে কোনো দায়িত্ব পালন করেনি। বরঞ্চ আলেম সমাজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের প্রতিবাদ প্রতিরোধ করায় তাঁদের উপর নির্যাতন চালায়। ফলে ফতোয়া দেবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমদের যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ করার জন্য বড় বড় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু সংখ্যক মেধাবী আলেমদেরকে ফতোয়ার কোর্স পড়িয়ে ফতোয়া প্রদানে সক্ষম করে তোলে এবং ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব দেয়। এভাবেই দায়িত্বশীল মুফতীগণ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী শরীয়তের উপর জ্ঞান নেই এমন অজ্ঞ গ্রাম্য টাউট মাতব্বররা যে অসঙ্গত ফতোয়া দিচ্ছে তা রোধের উপায় কি?

উত্তর ঃ যদি সরকারিভাবে মুসলমানদের শরীয়ত নির্ধারিত বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য কোনো আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে মুসলিম সমাজকে মাদ্‌রাসা থেকে সনদপ্রাপ্ত মুফতীগণের নিকট থেকেই প্রয়োজনীয় ফতোয়া গ্রহণে বাধ্য থাকবেন তবে সরকারিভাবে ফকিহ কাউন্সিলের শূন্যতার সুযোগে অশিক্ষিত টাউট বাটপারের বা বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কেউ ফতোয়া দিলে তা কোনো অবস্থাতেই ফতোয়া বলে গণ্য হতে পারেনা।

প্রশ্ন ঃ একশ্রেণীর পশ্চিমা মদদপুষ্ট এনজিও এবং মিডিয়া পরিকল্পিতভাবে ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে এদের লক্ষ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ পশ্চিমা মিডিয়া এবং ইহুদী-খৃস্টান জগতের মদদপুষ্ট এনজিওগুলো ইসলামী সমাজ কাঠামো ও পরিবারের ভিত্তি ধ্বংস করতে চায় এই লক্ষ্য সামনে নিয়েই ওরা পরিকল্পিতভাবে ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। এদের এই প্রপাগান্ডাকে আমরা ইসলামের তথা ইসলামী বোধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'প্রকাশ্য যুদ্ধ' ঘোষণা বলেই মনে করি। আর এই যুদ্ধে তথা নতুন ক্রুসেডের মোকাবেলা করা আমরা আমাদের ফরয দায়িত্ব বলে মনে করি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় যে ফতোয়া বিভাগ রয়েছে তাদের কাজ কি?

উত্তর ঃ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনে কোনো ফতোয়া বিভাগ না থাকলেও বেসরকারী বড় বড় মাদ্‌রাসায় ফতোয়া বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগ মুফতী তৈরি করছে এবং জনসাধারণ লিখিতভাবে যেসব বিষয়ে ফতোয়া চান তার ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর ঃ আমি মনে করি ফতোয়া আসলে কি? এবং এটা দেয়ার অধিকার কাদের আছে কাদের নেই সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর না নিয়ে এই রায় দেয়া হয়েছে। ফলে এই রায়ে সমাজে অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যা মোটেই অভিপ্রেত নয়।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় ফকীহ বোর্ড গঠন কতোটুকু প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ আমরা তো বহুকাল আগে থেকেই একটি জাতীয় ফকীহ বোর্ড গঠনের জন্য দাবি জানিয়ে আসছি। ইসলামী রাষ্ট্রের অভাবে জাতীয় ফকীহ বোর্ড না থাকায় তিন বছর আগে বায়তুল মোকাররমের সম্মানীয় খতীবের নেতৃত্বে আমরা জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল গঠন করেছি। এই শরীয়া কাউন্সিল জাতীয় জীবনে উদ্ভূত জটিল সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবে।

আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ আর আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকেও ধন্যবাদ জানাই কারণ দেশের জনগণ ফতোয়ার বিষয়ে অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়িত্বপূর্ণ প্রতিবাদ করছে। (দৈনিক সংগ্রাম : ০৯/০১/২০০১ইং)

www.pathagar.com

ফতোয়া দেয়া আলেমদের জন্যে ফরয

ফতোয়া প্রসংগে দৈনিক ইনকিলাবের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে
মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

আহমদ সেলিম রেজা ঃ ফতোয়া প্রদানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মাননীয় আদালত। নওগাঁ জেলার জনৈক হাজী সাহেবের দেয়া তালাকের ফতোয়ার উপর রায় দিতে গিয়ে ফতোয়া প্রদানের অধিকারকেই অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদেশের ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিষয়টিকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের মতে, এই 'রায়' ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। ফলে জনমনে তৈরী হয়েছে নানা বিভ্রান্তি। সমাজে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরে আজ ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক-মুরতাদ, বাম ও রামপন্থীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। ফলে আলেমগণ সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আশংকা প্রকাশ করেছেন।

দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে সমাজের এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এবং দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার তাগিদ থেকে ফতোয়া সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে ধরছে। এ পর্যায়ে দৈনিক ইনকিলাবের মুখোমুখি হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। রাজনৈতিকভাবে তিনি জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নির্বাচিত একজন সম্মানিত জাতীয় সংসদ সদস্য ও পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতা।

প্রশ্নোত্তর আকারে গৃহীত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপির লিখিত পূর্ণ সাক্ষাৎকারের বিবরণ নিম্নে পত্রস্থ হলো।

ইনকিলাব ঃ ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার গুরুত্ব কতটা অপরিহার্য বলে আপনি মনে করেন?

সাঈদী ঃ ফতোয়া হচ্ছে শরীয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত অভিমত। একজন মু'মিন মুসলিমকে তার জীবনের সকল কাজ ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হয়। জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে শরীয়া অনুসরণ করা মু'মিনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সাধারণ জনগণ সকলেই শরীয়ত সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান। সে জন্য জনগণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শরীয়তের বিধি-বিধান জানার জন্য মুহাক্কিক আলিমগণের কাছে মতামত বা ফতোয়া চেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ ও রাসূল সা. দিয়েছেন। কোনো আলিমের কাছে দ্বীন ও শরীয়া সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হলে সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নকারীকে অবহিত না করলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে বলে রাসূল সা. বলেছেন। তাই শরীয়া বিষয়ে আলিমদের জিজ্ঞাসা করা এবং আলিমদের পক্ষ থেকে অভিমত বা ফতোয়া প্রদান করা ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য অঙ্গ।

ইনকিলাব ঃ ফতোয়া প্রদানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের সুপারিশকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

সাঈদী ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই ইসলামের বিধিবিধান জানা ফরজ। জানার জন্য মুহাককিক আলিমদের কাছে প্রশ্ন করা এবং মতামত চাওয়াও এ ফরজের অঙ্গ। আর আলিমদের জন্যও কেউ দ্বীন ও শরীয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে জানানো ফরজ। ফতোয়া প্রদান করা আলিমদের জন্য এ ফরজ দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। এ কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে আইন প্রণয়ন করার অর্থ হলো ইসলাম জানা ও মানার অধিকারকে শাস্তিযোগ্য বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করা। এ ধরনের কাজের উদ্যোগ অতীতে যারা নিয়েছে তারা পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছে। ভবিষ্যতেও যারা এক কাজ করতে চাইবে তাদের পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য। ইসলামী জনতা কিছুতেই এ ধরনের ইসলামবিরোধী আইন প্রণয়নকে বরদাশত করবেনা।

ইনকিলাব ঃ স্কুল-মাদ্রাসায় মুসলিম পারিবারিক আইন পাঠ্য করা ও জুমার খুতবায় তা আলোচনার সুপারিশকে আপনি সমর্থন করেন কি? না করলে কেন?

সাঈদী ঃ আইয়ুব খানের কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইনকে ওলামায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী বলে সে সময়েই প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আইয়ুব খানের ঐ কুখ্যাত আইনই ছিল তার পতনের মূল কারণ। সুতরাং স্কুল মাদ্রাসায় এ আইন পাঠ্য করা এবং জুমার দিনে মসজিদের খুতবায় তা আলোচনা করার প্রশ্নই ওঠে না। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এ আইন বাতিল করতে হবে এবং দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়া আইন পাঠ্য করতে হবে।

ইনকিলাব ঃ ফতোয়াবাজির ঘটনা প্রতিহত করতে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশদের প্রতি নির্দেশ দেয়া প্রসঙ্গে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

সাঈদী ঃ ফতোয়াবাজি কথাটি ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইসলামবিদ্বেষীদের সৃষ্ট একটি পরিভাষা। ইসলামে ফতোয়াবাজি বলে কোনো শব্দ নেই। ইসলামে রয়েছে ইফতা বা ফতোয়া প্রদান করা, যার অর্থ শরীয়া সংক্রান্ত মতামত প্রদান করা। এটা কিছুতেই ফতোয়াবাজি নয়। জুলুমবাজ, দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষীরা যেভাবে মামলাবাজি করে থাকে ইসলামে সেভাবে ফতোয়াবাজি করার কোনো সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

ইসলামের সত্য ও সুবিচারের বিধি-বিধান জানা ও জানানোর জন্য যে ফতোয়া চাওয়া ও দেয়া হয় ৯০% মুসলমানের দেশে তা প্রতিহত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো মুসলিম সরকার এ ধরনের আইন প্রণয়ন করতে পারে না। কোনো মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট এবং কোনো মুসলিম পুলিশ এ কাজকে প্রতিহত করতে পারেনা। এমন কাজ ইসলামের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ।

ইনকিলাব ঃ যে কেউ কথায় কথায় ফতোয়া দিবে- এটাই কি আপনি বা আপনারা সমর্থন করতে চাইছেন?

সাঈদী ঃ ফতোয়া যে কারো দেয়ার বিষয় নয় এবং কথায় কথায় দেয়ারও বিষয় নয়। সেইসব ওলামায়ে কিরামই ফতোয়া প্রদানের যোগ্য ঃ

১. যারা কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ ইলম রাখেন,
২. যারা খোলাফায়ে রাশেদীনের ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।
৩. যারা অতীতের মুজতাহিদ ওলামা ও ফকীহ্গণের মতামত সম্পর্কে অবহিত।
৪. যারা আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত অনুসরণের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান, এবং
৫. যারা নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহভীতির সাথে হক কথা বলেন।

এছাড়া ফতোয়া কোনো আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ও নয়। বরং উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিত ও বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস কিংবা জমহুর ফকীহ্গণের মতামতের ভিত্তিতেই ফতোয়া প্রদান করতে হয়।

ইনকিলাব ঃ আইনের অনুমোদন ছাড়া ফতোয়া দেয়া যাবে না মর্মে আইন পাস হলে ইসলাম ধর্মের মৌলিক কোনো ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন কি?

সাঈদী ঃ ক্ষতির বিষয়তো দুই নম্বরে আসে। কিন্তু পহেলা কথাইতো হলো ফতোয়া প্রদানের জন্য আইনের অনুমোদনের শর্ত ইসলামসম্মত নয়। কোনো অবস্থাতেই আইন দ্বারা ফতোয়া নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে না। এটা প্রকারান্তরে ইসলামকেই নিয়ন্ত্রণ করার শামিল।

ফতোয়া যেহেতু ইসলামের বিধি-বিধান জানা ও জানানোর প্রক্রিয়া, তাই এ প্রক্রিয়াকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করলে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হবে এবং সমাজে ইসলামের জায়গায় বাতিল বিজয়ী হবে।

ইনকিলাব ঃ ফতোয়া সম্পর্কে হাই কোর্টের রায় প্রসঙ্গে আপনার মুল্যায়ন কি?

সাঈদী ঃ এ রায়টি ইসলামের পক্ষে নয়। বিপক্ষে গিয়েছে। এই রায় ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। এ রায় কার্যকর করার উদ্যোগ নিলে দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে। এ রায় ইসলামবিরোধী তথা নাস্তিক-মুরতাদ, বাম ও রামপন্থীদের উল্লসিত করেছে। আর অন্যদিকে দেশের বারো কোটি ইসলামপ্রিয় তৌহিদী জনতার ঈমান ও আকিদার ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। (দৈনিক ইনকিলাব : ০৮/০২/২০০১ইং)

www.pathagar.com